নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপট : চাই নাগরিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভুয়া ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল। সেই ভিডিওতে গাইবান্ধা-১ আসনের একজন প্রার্থীকে বলতে শোনা যাচ্ছিল, তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তবে অনলাইন যাচাই ও মিডিয়া গবেষণা প্ল্যাটফর্ম ডিসমিসল্যাব পরে যাচাই করে প্রমাণ করে যে, ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসতে থাকে, সাইবার অপরাধীদের অপতৎপরতা ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠ। বিশেষ করে নির্বাচনের ঠিক আগে আগে যখন আনুষ্ঠানিক প্রচার বন্ধ হয়ে যায়, তখনই ডিজিটাল প্রচারের সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজটিও সেরে ফেলে দুষ্টচক্র। কখনো কখনো নির্বাচনের দিনও একাজটি করতে দেখা যায়।

এই অপরাধীরা আগে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করতে অপতথ্য ছড়ানোর অপকৌশল হিসেবে লোকমুখে প্রচারযোগ্য গুজব সৃষ্টির পথ বেছে নিতো। সম্প্রতি তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির যুগে তারা ডিজিটাল মাধ্যমকে বেছে নিয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়ে মিথ্যার বেসাতীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারে নামা শুরু করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নির্মিত অপতথ্য, ডিপফেক ভিডিও ও ভয়েস ক্লোনিংয়ের মতো ভয়ংকর মোড়কের আবরণে চটকদার পরিবেশনায় বিভ্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ভোটারদের অনলাইন আচরণ বিশ্লেষণ করে ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেয় করা এবং জনমত প্রভাবিত করার নীরব ও ভয়াবহ সাইবার যুদ্ধে এখন নিয়মিতই উপস্থিত হচ্ছে ডিপফেক।

২০২৪-এর নির্বাচনের আগে 'ডিপফেক অ্যান্ড ডিসইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে দ্য ডিপ্লোম্যাটে প্রকাশিত লেখাতে বাংলাদেশের নির্বাচনে ডিপফেক কনটেন্ট ব্যবহারের শঙ্কার বিষয়টি আগাম জানানো হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, বিশ্লেষক, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক প্রাধান্যের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন। আর এটা যে ঘটবেই তা সকলেই নিশ্চিত ছিলেন। এআইয়ের বাড়বাড়ন্তের সময়ে একে কাজে না লাগিয়ে নির্বাচন প্রচার হতে পারে, এটা অকল্পনীয়। আবার এর ইতিবাচক ব্যবহারের পাশাপাশি একে অসৎভাবে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর এই সুযোগ সুযোগসন্ধানীরা ছাড়বে না, এটাও নিশ্চিত।

প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ শুধু মানবজাতির সামাজিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনেনি, গণতন্ত্র ও রাজনীতির ধরনও বদলে দিয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক প্রসার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সহজপ্রাপ্যতার ফলে দুনিয়াজুড়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম ও প্রচার কৌশল এখন আর গতানুগতিক ধারার মধ্যে সীমিত নেই। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারে এখন তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে থাকে। বিখ্যাত প্রযুক্তিবিদ এবং গুগলের সাবেক প্রধান এরিক শ্মিট একবার সতর্ক করে বলেছিলেন, 'এআই মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে—এটাই আসল বিপদ নয়। আসল বিপদ হলো মানুষ কোনো যাচাই না করেই এআই-তৈরি তথ্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। ' এই কথা আজকের পরিস্থিতিতে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বিশ্বব্যাপী নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ভোটারদের বিপথগামী করতে এবং জনমতকে প্রভাবিত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিভ্রান্তিকর ভিডিও, পোস্ট, ফটোকার্ড প্রচারণা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সাহায্যে এখন এমন ভিডিও বা অডিও তৈরি করা যাচ্ছে যা দেখে বা শুনে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব যে এটি আসল নাকি নকল। তাই এগুলোকে বলা হয় 'সিন্থেটিক কন্টেন্ট' । এই প্রযুক্তি দিয়ে যেকোনো ব্যক্তির মুখে এমন কথা বসিয়ে দেওয়া যায় যা তিনি আসলে কখনো বলেননি, অথবা এমন ঘটনা দেখানো যায় যা বাস্তবে কখনো ঘটেনি।

এসব ভুয়া ভিডিও বা তথ্য মুহূর্তের মধ্যে ফেসবুক, ইউটিউব বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যটা যাচাই করার সুযোগ পাওয়ার আগেই মানুষের মনে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ ঢুকে যায়। এই অবস্থায় একটি বড়ো প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায়- যখন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যই করা যায় না, তখন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব? এআই-এর এই অপব্যবহার আজ গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬ এবং ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় বট এবং মিথ্যা তথ্যের ব্যাপক প্রচার জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের নির্বাচনে সুইং স্টেটগুলোতে অনির্ভরযোগ্য 'ইউআরএল' সংবলিত মোট টুইটের ৭৪ শতাংশ বট অ্যাকাউন্ট দ্বারা পোস্ট বা রিটুইট করা হয়েছিল। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনে এআইচালিত চ্যাটবট ব্যবহার করে ভোটারদের ভুল নির্দেশনা প্রদানের প্রমাণও মিলেছে।

দেশের শতকরা ৭০ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়, যাদের অধিকাংশ ভুল তথ্য সনাক্তকরণের কাজে পারঙ্গম নয়। একই সঙ্গে তারা সেই তথ্য খুব দ্রুত ছড়ানো শুরু করে। ফলে একটি ভাইরাল ভিডিও খুব দ্রুত কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই পরিস্থিতি যেকোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিশেষ করে নির্বাচনের মত একটি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এবছর পহেলা জানুয়ারি থেকে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫ দিনে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত ৮০০টির বেশি এআই নির্মিত ভিডিও বিশ্লেষণ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিসমিসল্যাব। এতে দেখা গেছে, সরকারি ব্যক্তিত্বসহ নানা বয়স, শ্রেণি ও পেশার মানুষদের নিয়ে নির্মিত ভিডিওগুলোর বেশিরভাগই কোনো না কোনো দলের পক্ষ সমর্থন করে বানানো বিভ্রান্তিকর ডিপফেইক। ডিসমিস ল্যাব জানাচ্ছে, গত বছর দেশে ছড়ানো ৪১৭টি সিনথেটিক কনটেন্টে রাজনীতি, নির্বাচন, দুর্যোগ, আন্তর্জাতিক সংঘাত ও পরিবেশ নিয়ে ভুয়া ছবি ও ভিডিও ছড়ানো হয়েছে। এসব কনটেন্টে পরিচয়ভিত্তিক আবেদন, ধর্মীয় বার্তা, ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। আরেকটি ফ্যাট চেকিং প্রতিষ্ঠান 'রিউমার স্ক্যানার' জানাচ্ছে, সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে এরকম ৩০৯টি ভুল তথ্য ছড়িয়েছে সব মিলিয়ে এক বছরে শুধু রাজনৈতিক বিষয়ে ২ হাজার ২৮১টি অপতথ্য শনাক্ত করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, এআই আজ ভোটারদের আচরণ বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত বার্তাও পৌঁছে দিতে সক্ষম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সার্চ ইঞ্জিনের অ্যালগরিদম ভোটারদের আগ্রহ, আবেগ ও রাজনৈতিক ঝোঁক বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট তথ্য ও বিজ্ঞাপন সমর্থিত দর্শকদের সামনে পুনরায় বিন্যস্ত করে। কোনো বয়সের মানুষ কোনো ইস্যুতে বেশি সংবেদনশীল, কোনো অঞ্চলের মানুষ কী ধরনের বার্তা পছন্দ করে- এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক দলগুলো লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারণা চালাতে পারছে। এই প্রযুক্তি প্রচারণাকে দ্রুত ও কম খরচে পৌঁছাতে সহায়তা করলেও ভোটারের মানসিক অবস্থার ওপর অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করছে, যা তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে।

নগর ও গ্রাম, দুই ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এআই-চালিত ভুয়া কনটেন্টের প্রভাব ভোটারদের আচরণে পরিবর্তন আনছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিও বা অডিও দেখে অনেকেই তা সমালোচনামূলকভাবে যাচাই না করেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। কারণ, 'দেখাতেই বিশ্বাস' - এমন ধারণা সকলের ভিতরে মনস্তাত্ত্বিকভাবে গেঁথে গেছে। ডিপফেক এবং সিন্থেটিক কনটেন্টের মান আজকে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে 'দেখলেই সন্দেহ করা জরুরি' - এই মন্ত্রটি নাগরিক সচেতনতার একটি নতুন রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্বাচন কমিশন এআই-সৃষ্ট বিভ্রান্তিমূলক তথ্য মোকাবিলার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এটি বিটিআরসি, আইসিটি বিভাগ এবং জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করবে। বাংলাদেশে নির্বাচনী সময়ে ভুল তথ্য ছড়ানোর বিরুদ্ধে আরপিওতে একটি শক্তিশালী ধারা সংযোজিত হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী কেউ ভোটের সময়কালে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য, ছবি বা ভিডিও/অডিও তৈরি, প্রচার বা ছড়ালে তা নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন হবে এবং এর জন্য কঠোর দণ্ডবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে- যাতে দণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে।

সম্প্রতি সরকার জাতীয় নীতিমালা, ২০২৬-এর খসড়া প্রকাশ করেছে। এই নীতিমালায় মানবাধিকারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে রেখে সবার জন্য সমান সুবিধা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সঠিক তদারকিকে মূল নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচনে ডিপফেক ভিডিও ব্যবহার করার মতো ক্ষতিকর কাজ এবং অনুমতি ছাড়া কারও তথ্য ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখার ধারা এই নীতিমালায় সন্নিবেশিত থাকবে। আরো যা যা থাকবে তা হল- কারও তথ্য ব্যবহার করার আগে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে, এআই মডেলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, এআই-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা জানার অধিকার

নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া, যারা এআই-এর অপব্যবহারের শিকার হবেন, তাদের জন্য প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া গোপনীয়তা, বৈষম্যহীনতা এবং মানুষের স্বাধীনতার ওপর এআই কী প্রভাব ফেলছে তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হবে।

দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কৃত্রিম বুদ্ধির অপব্যবহার রোধে তৎপর। ইতোমধ্যে তারা ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। বিশেষায়িত সাইবার ইউনিট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিভিত্তিক ভুয়া তথ্য, ডিপফেক ভিডিও ও ডিজিটাল প্রতারণা শনাক্ত ও তদন্ত করে দ্রুত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করছে।

নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার ঠেকাতে গণমাধ্যমকে ফ্যাক্ট চেকারের দায়িত্ব নিয়ে এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট চিহ্নিত করে মানুষকে সতর্ক করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত এ সম্পর্কিত শিক্ষামূলক সংবাদ ও প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ ও প্রচার করে ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যমগুলো। নির্বাচন কমিশন, ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা এবং ফেইসবুক-ইউটিউব-টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মের সাথে যোগাযোগ রেখে যদি গণমাধ্যমগুলো অপতথ্য মোকাবিলায় কাজ করে, বিশেষ করে ভোটের আগের ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টায় অতিরিক্ত সতর্ক থেকে দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গণমাধ্যম ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর জনগণের আস্থা ধরে রাখতে পারে তবে ভোটের বাক্সে সুষ্ঠু জনমতের প্রতিফলন পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বাড়বে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবির্ভাবে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত নির্বাচন ব্যবস্থায়ও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে, আমরা নির্বাচনের অনেক কাজে একে কাজে লাগিয়ে জটিল জটিল কাজগুলোকে সহজ করে ফেলছি। আবার এটাও ঠিক এই প্রযুক্তির অপব্যবহার যে কোনো খাতে কালো দাগ লাগারও শঙ্কা তৈরি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভুল তথ্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভোটাররা নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়তে পারেন। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হ্রাস পেতে পারে, ভোটাধিকার পরিত্যাগের প্রবণতা দেখা দিতে পারে বা ভোটদান সম্পর্কে অনীহা তৈরি হতে পারে। আর নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে এভাবে বিকৃত করার ঘটনা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।

সব প্রযুক্তির ভালো কিছুকে কাজে লাগিয়ে মানবসভ্যতা এগিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজ ও গণতন্ত্রকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হলে নাগরিক ও রাজনৈতিক নৈতিকতা এবং সচেতনতাই হবে প্রধান নিয়ামক।

#

পিআইডি ফিচার